সপ্তম ইমাম

ষষ্ঠ ইমামের পুত্র হযরত মুসা বিন জাফরই (কাযিম) (আ.) ছিলেন সপ্তম ইমাম। তিনি হিজরী ১২৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হিজরী ১৮৩ সনে জেলে বন্দী অবস্থায় বিষ প্রয়োগের ফলে শাহাদত বরণ করেন।[১] পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে এবং পূর্ববর্তী ইমামগণের ওসিয়ত অনুযায়ী ইমামতের পদে আসীন হন। সপ্তম ইমাম হযরত মুসা কাযিম (আ.) আব্বাসীয় খলিফা মানসুর, হাদী, মাহদী, এবং হারুনুর রশিদের সমসাময়িক যুগে বাস করতেন। তাঁর ইমামতের কালটি ছিল অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছান্ন ও সুকঠিন যার ফলে 'ত্বাকিয়া' নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর জীবনকাল অতিবাহিত হয়। অবশেষে খলিফা হারুনুর রশিদ হজ্জ উপলক্ষ্যে মদীনায় গিয়ে ইমামকে বন্দী করে। খলিফা হারুনের নির্দেশে 'মসজিদে নববীতে' নামাযরত অবস্থায় ইমামকে গ্রেপ্তার ও শিকল পরানো হয়। শিকল অবস্থাতেই ইমামকে মদীনা থেকে বসরায় এবং পরে বাগদাদে বন্দী হিসেবে স্থানান্তর করা হয়। ইমামকে বহু বছর একাধারে জেলে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। এসময় তাঁকে একের পর এক বিভিন্ন জেলে স্থানান্তর করা হয়। অবশেষে 'সিন্দি ইবনে শাহেক' নামক বাগদাদের এক জেলে বিষ প্রয়োগের ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন।[২] অতঃপর 'মাকাবিরে কুরাইশ' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। ঐ স্থানের বর্তমান নাম 'কাযেমাইন' নগরী।

---

[১]। 'উসুলে ক্বাফী' ১ম খন্ড, ৪৭৬ নং পৃষ্ঠা। 'কিতাবুল ইরশাদ' (শেইখ মুফিদ) ২৭০ নং পৃষ্ঠা। 'ফুসুলুল মুহিম্মাহ্' ২১৪ থেকে ২২৩ নং পৃষ্ঠা। 'দালাইলুল ইমামাহ্' ১৪৬ থেকে ১৪৮ নং পৃষ্ঠা। 'তায্‌কিরাতুল খাওয়াস্' ৩৪৮ থেকে ৩৫০ নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবু ইবনে শাহরে আশুব' ৪র্থ খন্ড ৩২৪ নং পৃষ্ঠা। 'তারীখু ইয়াকুবী' ৩য় খন্ড, ১৫০ নং পৃষ্ঠা।

[২]। 'কিতাবুল ইরশাদ' (শেইখ মুফিদ) ২৭৯ থেকে ২৮৩ নং পৃষ্ঠা। 'দালাইলুল ইমামাহ্' ১৪৭ ও ১৫৪ নং পৃষ্ঠা। 'ফুসুলুল মুহিম্মাহ্' ২২২ নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবু ইবনে শাহরে আশুব' ৪র্থ খন্ড ৩২৩ ও ৩২৭ নং পৃষ্ঠা। 'তারীখু ইয়াকুবী' ৩য় খন্ড, ১৫০ নং পৃষ্ঠা।